০৯-১১-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - পুরুষার্থের দ্বারা সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে। দৈবীগুণগুলিকে ধারণ করতে হবে। নিজের অবগুণগুলিকে খুঁজে, তা বিচার করে দেখতে হবে- এখনও আর কি কি অবগুণ অবশিষ্ট আছে এবং নিজে কতটা আত্ম-অভিমানী হতে পেরেছো

প্রশ্ন :- সেবাধারী বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এখন সর্বদাই গভীর ভাবে কি এমন চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকা উচিত ?

উত্তর :- অন্য মানুষদেরও কিভাবে দেবতায় পরিণত করা যায়। কি ভাবেই বা সবাইকে লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম-সীতার জীবন-কাহিনী শোনাতে পারা যায় - এই চিন্তায় তোমাদের মগ্ন হয়ে থাকতে হবে। দরকারে বহুরূপী সেজে বা ধোপ-দুরস্ত অন্য পোশাকে, অন্যরূপে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যাবে। আলোচনার জন্য সেখানকার পূজারী বা ট্রাষ্ট্রীর লোকেদের সাথে দেখা করে সময় চেয়ে নেবে। এরপর যুক্তি সহকারে তাদের কাছে জানতে চাইবে, "আপনারা যার এত সুন্দর মন্দির বানিয়েছেন, তার জীবন কাহিনী কি ? তারপর যুক্তি দিয়ে তাদেরকে লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রকৃত পরিচয় জানাতে হবে।

গীত :- অনুপম আমাদের এই তীর্থ-যাত্রা।

ওঁম্ শান্তি! এই গীতের অন্তর্নিহিত অর্থ অনেক বারই বোঝানো হয়েছে তোমাদের। প্রকৃত অর্থে আমরা এখন সেই যাত্রার মধ্যেই আছি, অর্থাৎ নিজেদের ঘর শান্তিধামে ফিরে যাওয়ার লক্ষ্যে। ৮৪-জন্মের চক্র পুরো করে এখন ঘরে ফেরার পালা আমাদের। কিন্তু এমন কথা কারা বলতে পারে ? --একমাত্র তারাই, যারা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ (দত্তক) সন্তান। এছাড়া তোমরা আবার কর্মযোগীও বটে। তোমাদের চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বানিজ্য, শয়নে-জাগরণে সবেতেই কর্মযোগ অর্থাৎ যোগযুক্ত হয়ে কর্ম করা। তেমনি তোমরা এই যাত্রার মাধ্যমে যতই বাবার স্মরণে থাকবে, যার ফলস্বরূপ তোমরাও ততই দেবতার মতনই হয়ে যাবে। এটাই 'মনমনাভব'-র প্রকৃত অর্থ। বাবা স্বয়ং যেখানে বলছেন, লাগাতার ওঁনাকে স্মরণ করতে থাকলেই মানুষ থেকে দেবতা হওয়া যায়। দেবতারাও একদা এই ভারতেরই মানুষ ছিল। তাদের নানা প্রকারের চিত্রগুলিতে তা প্রদর্শিত আছে যে, একদা ওনারা এখানেই বাস করতেন। পূর্বে এই ভারতে থেকেই লক্ষ্মী-নারায়ণ তাদের জীবনকে এমন সুন্দর করে গড়ে তুলেছেন। ভারতে তো কত প্রকারেরই অনেক অনেক সংখ্যায় মন্দির বানানো হয়। কিন্তু এমন সুন্দর মন্দির আর কারোরই উদ্দেশ্য বানানো হয় না। এমন কি কোনও রাজ-রাজাদের স্মৃতিতেও এমন করা হয় না। যার মন্দির বানানো হয়, লোকেরা সেই মন্দিরে বসেই তার মহিমার গুণগান করে। এমনি ভাবেই লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণ, রাম-সীতা ..... সবার মহিমারই গুণগান করা হয়। আর এনাদের মধ্যে সবচাইতে বেশী মহিমা লক্ষ্মী-নারায়ণের। যেহেতু লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলেন ১৬-কলা সম্পূর্ণ আর রাম-সীতা ছিলেন ১৪-কলার। যার অর্থ এখন তোমরা বুঝতে পারো। তোমরাও পূর্বের মতন আবারও তেমনই (দেবতা) হতে চলেছো এখন। নিশ্চয় এমন কেউ আছেন, যিনি তাদেরকে (লক্ষ্মী-নারায়ণকে) এমন সুন্দর করে গড়ে তুলেছিলেন। --এই শিববাবাই পুরুষোত্তম-সঙ্গমযুগে ধরায় এসে, তাদেরকে কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের দর্শণ ও সেগুলির গতিগুলিকে বুঝিয়ে, তাদেরকে দেবতায় পরিণত করেছিলেন। তাই তো ভারতবাসীরা

দেবতাদের মহিমার এত গুণগান করে বলে - আপনারা সর্বগুণ সম্পন্ন ..... কিন্তু নিজেরাই যে কখনও তা ছিলো, তা তারা মানতে চায় না। পূর্বে এই ভারত ভূখণ্ড থেকেই মহারাজা-মহারাণী তৈরী হতো। যেহেতু ওনারা দৈবী-গুণ সম্পন্ন হতেন তাই ওনাদেরকে দেবতা বলা হতো। কিন্তু ওনারাও তো মানুষই ছিলেন। যেমন যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ -এনারাও মানুষ ছিলেন। কারণ, এই জগৎ-টা তো মানুষদেরই দুনিয়া। আর লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরও তো মানুষেরাই বানিয়ে থাকে। কত লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ করে তাদের জন্য মন্দির বানানো হয়। তবুও তারা এটা জানে না, তাদের সেই রাজত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল কিভাবে ? তারা এত গুণবান হয়েছিল কি করে ? তবে কেনই বা আমরা নিজেদেরকে পাপী-নির্গুণ ইত্যাদি বলবো ? এখানেই তো ধারণার মূল তফাৎ। সবাই যখন সেই একই ভারতের অধিবাসী, ওনারা যেমন মানুষ ছিলেন-আমরাও তো তেমনই মানুষ। অবশ্য তাদের চেহারা ছিল দিব্যতায় ভরা অর্থাৎ দেবতা আর বর্তমান দুনিয়ার মানুষদের চেহরা কিছুটা অসুরদের মতন। যা ধীরে ধীরে এই স্বভাবের হয়ে যাওয়াতে, মন্দিরে গিয়ে তাদের গুণগান কীর্তন করি। যদিও তারাও মনুষ্যরূপীই ছিল, কিন্তু ওনারা ছিলেন দৈবীগুণধারী, আর আমারা হলাম আসুরীগুণধারী। অর্থাৎ আমরা হলাম অসুর আর ওনারা ছিলেন দেবতা।

বলা হয় অসুর আর দেবতাদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ লেগেছিল। বাস্তবে দেবতারা তো তখনকার স্বর্গরাজ্যের দুনিয়ার, আর অসুরেরা তো বর্তমানের এই নরকের দুনিয়ার। তবে সেই যুগের, সেই দুনিয়ার দেবতারা বর্তমানের এই যুগে এখানে যুদ্ধ করবেই বা কি প্রকারে! ওনাদের নামটাই তো দেবতা, (অর্থাৎ দৈবীগুণ সম্পন্ন-অহিংসক)। তবে তারা কি কখনও হিংসক-যুদ্ধ করতে পারে ? আবার দেবতাদের রাজ্যেও অসুরদের নাম-গন্ধ পর্যন্ত থাকে না। অসুর যুগ - কলিযুগ। যখন পৃথিবী অনেক পুরোনো হয়ে যায়। যেখানে দেবতাদের যুগ - সত্যযুগ - যখন পৃথিবী থাকে নতুন অবস্থায়। তবে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হবেই বা কি প্রকারে ? দেবতাদের তো যুদ্ধ করবার প্রয়োজনই নেই। ওনারাও তো এই দুনিয়াতেই রাজত্ব করেন। খুবই সহজ-সরল এই তথ্যগুলি। -তাই এভাবে বুঝতে আর বোঝাতে হবে। এর সাথে আমরা আবার ত্রিমূর্তির ছবিও দেখাবো। শিববাবা কিভাবে ব্রহ্মার দ্বারা লক্ষ্মী-নারায়ণকে রাজ্য-ভাগ্যের অধিকারী বানান। কিন্তু বর্তমান জগতের লোকেরা এসব কিছুই বোঝে না। এমন কি স্বয়ং ভগবান এসে যখন বোঝাচ্ছেন যে তোমাদের এখন দৈবী-গুণ ধারণ করে মানুষ থেকে আবার দেবতা হতে হবে। তবুও তাদের বোঝার আগ্রহটাই যে নেই। বাবা লক্ষ্মী-নারায়ণকে যেমন করে তৈরী করেছিলেন, তোমাদেরকেও তেমনি তৈরী করতে এসেছেন উনি। অতএব বিধি অনুসারে পুরুষার্থ করে তোমাদের এখন সর্বগুণ সম্পন্ন হওয়া উচিত। দেখতে হবে নিজেদের মধ্যে এখনও আর কোনও অবগুণ আছে কি না। যেহেতু বর্তমান সমাজে দেহ-অভিমান ভাবটা যে প্রবল। কিন্তু, দেবতারা ছিলেন আত্ম-অভিমানী, তারা জানতেন আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। সত্যযুগের স্বর্গে কারও অকাল-মৃত্যু হয় না। কারও কোনও প্রকারের অসুখ-বিসুখ, রোগ-ভোগ হয় না। তারা নিজেরাই সর্বপ্রকারেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ। রাজাও যেমন - প্রজারাও তেমন ..... তাই তো তাকে স্বর্গ-রাজ্য বলা হয়। আর বর্তমানের এই দুনিয়াটা নরক-রাজ্য। কিন্তু কাউকে যদি বলা যায়, তুমি নরকবাসী, তখন সে ক্ষেপে যায়। একমাত্র তোমরাই যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারো, ভারত তখনই স্বর্গ-রাজ্য ছিল, যখন তা লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব-কাল ছিল। যেহেতু বর্তমান দুনিয়াটা নরক-রাজ্য, তাই তো ওনাদের রাজ্য আর নেই। একদা যারা দেবতা হিসাবে পূজ্য ছিলেন, তারাই এখন পূজারী। প্রতিটা জিনিসই সতোপ্রধান অবস্থা থেকে তমোপ্রধান

অবস্থায় পৌঁছোয়। দুনিয়াতে এমন কোনও বস্তুই নেই, যা সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধানে পৌঁছায় না। (অর্থাৎ নতুন থেকে পুরোনো হয় না)

তোমরা নিজেদের বেশ-ভূষা পাল্টে সেইসব জায়গায় যেতে পারো, যেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরের সামনে মেলা বসে। উদ্দ্যম-উৎসাহের সাথে তোমাদের মধ্যে এই ভাব আসা উচিত, অন্য মানুষদেরও কিভাবে এসব জানানো যায় যাতে বাবার সেই রাজ্য-ভাগ্যের অধিকার তারাও যেন পেতে পারে। বর্তমানে কেউ তো আর নিজেকে দেবতা বলে দাবী করতে পারে না, তাই তারা সবাই নিজেকে হিন্দু বলে। কিন্তু হিন্দু বলে তো কোনও ধর্মই হয় না। যদি তা ধর্মই হয়, তবে কে তার প্রতিষ্ঠাতা ? সভা-সমিতিগুলিতেও তোমরা অবশ্যই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র নিয়ে যাবে। এই চিত্র যেমন সুন্দর তেমনই কাজের। বোম্বেতে লক্ষ্মী-নারায়ণের খুব সুন্দর ভব্য মন্দির রয়েছে। সেখানকার চিত্রগুলিও খুবই রমণীয়। উন্নত মানের কারিগরেরাই এমন সুন্দর চিত্র বানাতে পারে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে প্রদর্শিত সেই চিত্রগুলি দেখিয়ে লোকেদের বোঝাতে হবে, ওনারা প্রকৃত কে ছিলেন। ওনারা এমন উচ্চপদের অধিকারী হয়েছিলেন কিভাবে ? ওনারা অবশ্যই ৮৪-জন্ম চক্রকেও পুরো করেছেন। ওনারাই এখন আবার করে এই রাজযোগও শিখছেন, আগামী ভবিষ্যতে দেবতা হওয়ার লক্ষ্যে। মূল কথাগুলিকে খুব সুন্দর ও ভালভাবে বোঝাতে হবে। অনেক বাচ্চাই ভাবে যে, প্রদর্শনীগুলিতে সে খুব ভাল-ভাবেই বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু আরও ভাল তো তখনই প্রমাণিত হয়, যখন তোমরা নিজেদের কর্ম-কর্তব্যে উন্নত প্রমাণ করতে পারো। এখন তো তোমরা তোমাদের বর্তমান পুরুষার্থের হিসাবে ততটাই বোঝাতে পারো। যা শোনে তো অনেকেই, কিন্তু, এক কান দিয়ে শোনে আর অপর কান দিয়ে বের করে দেয়। তাই বাবাকেও বার বার তা বলতে হয়। শুরুর প্রথমেই বাবার পরিচয় জানাবে। এই বাবাই সেই স্বর্গ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। আর এই যে এখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের যে জড়-চিত্র রয়েছে, তোমরা নিজেরাও তেমনই হওয়ার লক্ষ্যে পুরুষার্থ করবে।

প্রজাপিতা ব্রহ্মাও কিন্তু (তোমাদের মতনই) শিববাবার সন্তান। তাই ব্রহ্মাকে ভগবান বলা চলে না। যেহেতু ব্রহ্মাও শিববাবারই রচনা। ভগবান অর্থাৎ ঈশ্বরীয় পিতা স্বয়ং এইসব দেব-দেবীদের স্বর্গের রাজ্য-ভাগ্যের অধিকার দেওয়ান ব্রহ্মার দ্বারা। বর্তমান সময় কালে শিববাবা এখন ব্রহ্মার দ্বারা সেই রাজ্য স্থাপনের কাজই করে চলেছেন। অবশ্য আমরাও তাই বলি। - ব্রহ্মার দ্বারা উনিই বলেন, শিব ভগবান উবাচঃ। একমাত্র শিববাবাই আমাদেরকে এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়াতে পারেন। আর তাই এই পাঠের উপরেই তোমাদেরকে বিশেষ করে জোর দিতে হবে। তোমরা বি.কে.-রা তো অনেক সংখ্যায় আছো। অতএব উৎসাহের সহিত বদ্ধমূল হয়ে বলতেই পারো আমি একজন শিববংশী-বি.কে. শিববাবার পৌত্র। শিববাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্সার সম্পত্তিও পাচ্ছি আমরা। শিববাবাই ব্রহ্মার মাধ্যমে আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এই ব্রহ্মাই আমাদেরকে দত্তক নিয়েছেন। অন্যদেরকে এটাও জানাও, একই শিববাবা তো তোমাদেরও দাদু/ঠাকুরদা। সেই অর্থে তোমরাও কিন্তু এই প্রজাপিতা ব্রহ্মারই সন্তান। কিন্তু কেবল আমরাই তা জানি বলে ওনার মাধ্যমে শিববাবার অমূল্য আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকি। যেহেতু তোমরা তা জানো না, তাই আমরা তোমাদেরকে তার পরিচয় জানাচ্ছি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কারোও ভাগ্যে তা থাকলে, সে বুঝতেই চাইবে না। তাদের মধ্যে এই নিশ্চয়তাও আসে না যে তারা বি.কে! তারা এটাও সেভাবে মানতে পারে না যে, স্বয়ং শিববাবাই এই ব্রহ্মার দ্বারা তাদের রাজযোগ শিখিয়ে দেবতার পর্যায়ে উন্নত করান।

লোকেরা শিব-জয়ন্তী পালন করে। যেহেতু এই ভারতই পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবার জন্মভূমি। গভীর বদ্ধমূল হয়েই তোমরা তা সবাইকে জানাতেও পারো। সবারই সদগতি দাতা এই একমাত্র বাবা অর্থাৎ শিববাবা। আবার এই ভারতই ওনার জন্মভূমি। তাই বাবা স্বয়ং আবার এসেছেন এখানে। যদিও লোকেরা ওনার জন্ম-জয়ন্তী পালন করে, কিন্তু এটাই তারা জানে না যে, কখন আর কার শরীরকে আধার করে তিনি এখানে আসেন। তিনি অবশ্যই ব্রহ্মার শরীরকেই আধার করবেন। তা না হলে রাজ্য-ভাগ্যের অধিকার আর কার মাধ্যমেই বা বিলি করবেন ? আবার রাজযোগের শিক্ষাও বা কিভাবে শেখাবেন ? এমনই পরিস্কার করে বোঝাতে হবে তাদের। অতএব তোমরাও এসে বাবার থেকে সেই রাজ্য-ভাগ্যের আশীর্বাদী-বর্সা নাও। মহাভারতের ভীষণ লড়াই যে প্রায় তোমাদের দোরগোড়ায়। অতএব দেরী না করে সত্বর নিজেদের ভক্তির প্রালব্ধ ফল নিয়ে নাও, এটাই তোমাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি। এখানে আসে তো অনেকেই, যদিও চেহারাতে তারা সবাই মানুষ, কিন্তু তাদের অনেকেরই স্বভাব ঠিক যেন দুষ্টু বিকারী-বাঁদরের মতন।

তোমরা লোকেদের বোঝাবে যে, তোমরা নিজেরা এই শ্রীমৎ অনুসারেই চলো। যদিও এই রুদ্র-যজ্ঞে অনেক বাধা-বিঘ্নও আসে, তবুও। দুশ্চরিত্রের লোকেরা তাদের কু-বাসনা চরিতার্থের জন্য অবলাদের উপর কতই না অত্যাচার চালায়। ব্রহ্মাকুমারীদের অনেকেই নিন্দা করে, যেহেতু তারা বিষ-বিকারের লোকেেদের কু-অভ্যাসকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের চরিত্রের পরিবর্তন করায়। আর এই বিষ-বিকারের কারণেই যত সব মারামারি-কাটাকাটি-হানাহানি চলতে থাকে। তাই তো বাবা বার বার সতর্ক করতে থাকেন - "কাম-বিকার মহাশত্রু"। বর্তমান সময়কালে সবাই ধর্ম-ভ্রষ্ট, কর্ম-ভ্রষ্ট, সবাই নরকবাসী। এই বাবা এসেই বাচ্চাদেরকে স্বর্গবাসী বানান। অতএব এখন পুরুষার্থ করে এমন বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্সা তো নিতেই হবে। পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং যেখানে পড়াচ্ছেন আমাদের। ব্রহ্মার দ্বারা ভক্তির প্রালব্ধের ফলও দিচ্ছেন। এই নিশ্চয়তা এলে তো তক্ষুণি তারা দৌড়ে এখানে চলে আসবে। যদিও বাস্তবে এমনটা খুব কমই ঘটে থাকে। চিত্রগুলি অবশ্যই খুব সুন্দর বানাতে হবে। এর সাথে ত্রিমূর্তি আর কল্প-বৃক্ষেরও সম্বন্ধ আছে। যেমনি কোনও কোনও বাচ্চা খুব সুন্দর রীতিতে সেবার কার্য করে-তেমনি কেউ কেউ আবার ডিস্-সার্ভিসও করে। বাবা অবশ্যই তা জানতে পারেন, (ড্রামার চিত্রপট অনুসারে) এসব অবশ্য হবেই। স্বর্গ-রাজ্যেও তো চাকর-চাকরাণীর দরকার পড়বে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ হতে চাইলে, বাবার শ্রীমৎ অনুসারে অবশ্যই চলতেই হবে। কারওকেই কোনও প্রকারের দুঃখ দেওয়া চলবে না মোটেই। লাগাতর সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে থাকবে। আরও জানাচ্ছেন বাবা- প্রতি কল্পেরই পুরুষোত্তম-সঙ্গমযুগে উঁনি এই ভারতেই আসেন। এসে সবারই সদগতি করেন। অতএব সবারই উচিত ওনার কাছে আসা। তোমরা একথাও জানো, সবার উদ্ধারকর্তা এবং দিশা নির্দেশক (শিববাবা) এই ভারতেই জন্ম নেন। লোকেরা বলে যে বাবার কোনও নাম বা রূপ নেই আর সর্বত্রই সবকিছুতেই তিনি আছেন। কেবলমাত্র ভারতবাসীরাই বাবার এমন গ্লানি বা কুৎসা করে থাকে। তাই তো তাদের জীবন-তরী অতলে তলিয়ে যায়। এরাই আবার ধর্ম-ভ্রষ্ট, কর্ম-ভ্রষ্ট হয়ে নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। বাবা স্বয়ং তাদেরকে ডেকে বলেন- এভাবে তোমরা যে ধর্মের গ্লানি করছো, সাথে সাথে বাবারও তো গ্লানী হচ্ছে যে। একদা তোমরাই তো কত পবিত্র থেকে দেবী-দেবতা হয়েছিলে - সেখানে আজ কত অপবিত্র হয়ে পড়েছো। যখন এই দেবী-দেবতারাই ভারতের মালিক ছিল, তখন এই ভারতেই স্বর্গ-রাজ্য ছিল।

একথা তো একবাক্য সবাই বলবে, বর্তমানের এই যুগটা অবশ্যই কলিযুগ। যা কল্পের চিত্রপটের চক্র অনুযায়ী আবার তার পুনরাবৃত্তিও হয়। বাবা জানাচ্ছেন, প্রতি কল্পেই দুনিয়া যখন অতি পুরোনো হয়ে পড়ে, সেই দুনিয়াকে উঁনিই আবার নতুন রূপে বানিয়ে দেন। তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে সেখানকার ট্রাস্টীর লোকেদের সাথে দেখা করতে পারো। আজকাল মাতাদের মান-মর্যদা অনেকটাই কমে গেছে, যেহেতু ভিখারীদের সংখ্যা মাত্রাতিরক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। মাতারা ও বোনেরা কারওকে যদি রাখী বাঁধতেও যায়, সে হয়ত ভেবে নেবে নিশ্চয় কিছু সাহায্য চাইতে এসেছে। তাই আগে ভাগেই তারা বলে দেয় যে, সময় নেই। কিম্বা তোমাকে এড়িয়ে যাবার জন্য অথবা ভাগিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। যেহেতু অন্যেরাও এখন বি.কে.-দের মতন সাদা পোষাক পড়ছে। এইসব কারণগুলির জন্য বাবা তোমাদের বলেন, প্রয়োজনে যেমন বহুরূপী হতে হবে, তেমনি আবার টিপটপ্ পোষাক পড়েও অন্যের সামনে যেতে হবে। এমন কি প্রয়োজনে তেমন জায়গায় মোটর-গাড়ী চড়েও যেতে হবে। খুব যুক্তি-সহকারে কথা বলবে। যেমন, তুমি বলবে - আমি শুনেছি যে, আপনি খুব সুন্দর একটা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির বানিয়েছেন, তাই আপনার সাথে দেখা করতে এলাম। আচ্ছা, আপনি কি জানেন, একদা এনারাই সেই স্বর্গ-রাজ্যের মহারাজা-মহারাণী ছিলেন। তাদের উদ্দেশ্যে বানানো এই মন্দিরটা খুব সুন্দর হয়েছে, তাই আমার ইচ্ছা হলো, নির্মাণ কর্তার সাথে দেখা করবার। লক্ষ্মী-নারায়ণের জীবন কাহিনী আপনার নিশ্চয় জানা আছে। তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়টা যদি জানান। প্রথমে এইভাবে জানতে চেয়ে তারপর তোমরা তাকে তা যথার্থ রূপে ব্যাখ্যা করে প্রকৃত তথ্য শোনাবে। সাধু-সন্ন্যাসীদেরও এই ভাবেই মুক্তির দিশা দেখাতে হবে। যেহেতু তোমরা ছাড়া তাদেরকে সেই মুক্তির পথ আর কে বা দেখাবে ? অতএব তাদেরকেও বোঝাবে। সুতরাং সেই অনুযায়ী জ্ঞানের ধারণা ধারণ করার জন্য ততটাই উৎসাহী হওয়া প্রয়োজন। সেবার মধ্যে থাকলে উৎসাহ-উদ্দীপনা আরও বাড়তে থাকবে। আবার এও দেখতে হবে, সামান্য কোনও কারণে যেন তোমাদের সেই স্থিতিতে অস্থিরতা না আসে। তাই তো বলা হয়ে থাকে - স্তুতি কিম্বা নিন্দাতে সমান স্থিতিতে থাকা উচিত। লক্ষ্মমী-নারায়ণকে ব্রহ্মা বাবা কতই না স্মরণ করতেন। আর কেনই বা তা করবেন না। তিনি আর মাম্মা যে তাই হতে যাচ্ছেন। -- তাই না। মানুষেরাও তাদের উদ্দেশ্যেই কত বড় বড় মন্দির নির্মাণ করছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র এমন হওয়া উচিত যা দেখে লোকে যেন খুব আনন্দ পায়। সারাদিন তোমাদের মাথায় এই চিন্তাই যেন চলতে থাকে, কিভাবে কোথায় গিয়ে সেবা করা যায় ? সব পয়েন্টগুলিকে ভালভাবে যাচাই করে নিয়ে তারপরেই ভাষণ করা উচিত। লক্ষ্মী-নারায়ণের মহিমা সেই ভাবেই করা উচিত। এমন জায়গায় যাওয়া উচিত, যেখানে বড় বড় বিদ্বান, জ্ঞানী-গুণী লোকেদের মুখ থেকে যেন আওয়াজ বেরোনো চাই - বাঃ, খুব ভাল, বাহ্! আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা তার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) জ্ঞানে সর্বদা মশগুল থাকতে হবে। নিন্দা বা স্তুতিতে একই স্থিতিতে থাকতে হবে। নিজের স্থিতিকে কখনই অস্থির হতে দেবে না।

২) সবাইকে বাবার পরিচয় জানিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রকৃত জীবন কাহিনীর বর্ণনা করতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে নিজে কল্যাণকারী হয়ে সবারই কল্যাণ করতে থাকবে।

বরদান :- সমস্যার পাহাড়কেও উড়তী কলার দ্বারা ডিঙিয়ে যেতে পারা তীব্র পুরুষার্থী হও

বিস্তার :- সময়ের গতি যেমন তীব্র গতিতে সর্বদাই এগিয়ে যেতে থাকে, তেমনি সময় কখনও থেমে থাকে না। আর সময়কে যদি কেউ আটকাতে চায় তবুও কিন্তু সময়কে আটকাতে পারে না। সময় হলো রচনা আর তোমরা হলে রচয়িতা। তাই যে রকমই পরস্থিতি বা যতই সমস্যার পাহাড় আসুক না কেন, উড়তী কলার বাচ্চারা কিন্তু তাতে থেমে থাকে না। আর উড়তী কলার কোনও কিছু যদি তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের আগেই থেমে যায়, তবে তখনই তাতে দুর্ঘটনা ঘটবে। অতএব তোমরা বাচ্চারাও তীব্র পুরুষার্থী হয়ে উড়তী কলায় উড়তে থাকো। কখনও ক্লান্ত হয়ো না কিম্বা থেমে যেও না যেন।

স্লোগান :- স্মরণের যোগের বৃত্তি দ্বারা বায়ুমণ্ডলকে শক্তিশালী বানানো - এটাই প্রকৃত মনসা সেবা।